JAN. 0 4 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১-৬......

ডিজির তাৎক্ষণিক বদলী

শিক্ষাভবনে তুলকালাম কাণ্ড ☐ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকায় শিক্ষা ভবন চত্বরে অপ্রীতিকর ঘটনা এবং পরবর্তীতে থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল দুপুর ২টায় বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের মহাসচিব এক সভায় বক্তৃতাকালে অপরপক্ষ অতর্কিতে হামলা চালিয়েছে বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে। রমনা থানায় মামলা নং ০৭, ৩ জানুয়ারী ২০০২। শিক্ষা ভবন চত্বরে এই অপ্রীতিকর ঘটনার জের ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ডিজি ডঃ এ টি এম শরিফ উল্লাহকে তাৎক্ষণিকভাবে বদলীর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ আগামী ৩ দিনের মধ্যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়ে বলেছে, অন্যথায় অবিলম্বে কঠোর কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ গতকাল ২টায় শিক্ষা ভবন চত্বরে, জামতলায় এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভায় পরিষদের মহাসচিব সালেহ উদ্দিন সেলিমের বক্তব্য চলাকালে শিক্ষা অধিদপ্তরের অপর একটি ২০-৩০ জনের গ্রুপ অতর্কিতে হামলা চালায়।

৭-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

তুলকালাম কাণ্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিষদের সালেহউদ্দিন সেলিম, আফছার হারুনী অর রশিদ, জাকির হোসেন আহত ও জখম হয়েছেন এবং সমন্বয় পরিষদের মহিলা সম্পাদিকা আফরোজা বেগম শিলি লাঞ্ছিত হয়েছেন, তার পরনের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে বলে পরিষদ নেতৃবৃন্দ জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেছেন, শিক্ষাভবনের মহাপরিচালকের ছত্রছায়ায় একটি গ্রুপের হোতা মইনুল হক ভূঁইয়ার নেতৃত্বে এই হামলা চালানো হয়। ঘটনার পরপর ফজলুর রহমান ভূঁইয়া বাদী হয়ে ১০ জনকে আসামী করে রমনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

বিকেল সাড়ে তিনটায় এই গণ্ডগোলের পর পরিষদের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক রুস্তম ইসলাম রনু, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জাকির হোসেন সভায় বক্তব্য রাখেন। শিক্ষা অধিদপ্তরের ডিজির তাৎক্ষণিক বদলীর সিদ্ধান্তে পরিষদ নেতৃবৃন্দ সরকারকে ধন্যবাদ জানান এবং সন্ত্রাসী হামলায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও শাস্তি নিশ্চিতের জন্য প্রশাসনকে ৩ দিনের সময় বেঁধে দেন। এরপর কঠোর কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে পরিষদ নেতৃবৃন্দ দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন। অপরদিকে সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দকে আসামী করেও অপর পক্ষ রমনা থানায় অন্য একটি মামলা করেছে বলে জানা যায়।

এই হামলা শিক্ষা অধিদপ্তরের ডিজির প্ররোচনায় চালানো হয়েছে বলে সমন্বয় পরিষদের নেতা-কর্মীগণ তখনই অভিযোগ করেন।

সমন্বয় পরিষদ শিক্ষাভবন শাখার সভাপতি মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় হামলায়